সেতু বিভাগের
অধীন সংস্থা ঃ
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (বাসেক)

৩.১ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ও এর প্রধান কার্যাবলী

১৯৮৫ সালে সৃষ্ট যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের কার্যপরিধি বৃদ্ধি এবং পুনর্গঠন করে ২০০৯ সালের ৫৬ নং আইন দ্বারা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়। গত ২৪ জুলাই ২০১৬ তারিখে Bangladesh Bridge Authority Ordinance, ১৯৮৫ (Ordinance No XXXIV of 1985) রহিতক্রমে 'বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬' (২০১৬ সনের ৩৪ নং আইন) জাতীয় সংসদে পাস হয় যা ০১ আগস্ট ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। সেতু বিভাগের সচিব পদাধিকারবলে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

- ১৫০০ মিটার ও তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের সেতু, টানেল, ফ্লাইওভার, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, কজওয়ে, সাবওয়ে, রিংরোড নির্মাণের জন্য জরিপ ও সমীক্ষা পরিচালনা এবং কারিগরি গবেষণা সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ;
- সরকারের বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য সেতু, টানেল বা কর্তৃপক্ষের আওতাধীন অন্য কোন স্থাপনা নির্মাণের উদ্দেশ্য পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য সকল প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;
- সরকারী বেসরকারি অংশীদারিত্ব প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণ এবং সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে উহার বাস্তবায়ন এবং
- কর্তৃপক্ষের আওতাধীন স্থাপনার প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।

৩.২ সাংগঠনিক কাঠামো

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামো

৩.৩ জনবল

অনুমোদিত পদ			পুরণকৃত পদ			শূন্যপদ		
মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী
৩৮৬	১৬৬	২২০	১৬৩	৮৩	৮০	২২৩	৮১	১৪২

৩.৪ নিয়োগ ও পদোন্নতি

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ			মন্তব্য
মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	
২০	-	২০	১৪	-	১৪	-

৩.৫ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন অনুবিভাগের কার্যপরিধি

৩.৫.১ প্রশাসন অনুবিভাগ

- নির্বাহী পরিচালক কর্তৃক অর্পিত প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা প্রয়োগ;
- ভূ-সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং ভূ-সম্পত্তি তালিকা প্রস্তুত, সংরক্ষণ ও তদারকি;
- ঘরবাড়ী, জলাশয়, গাছপালা এবং অনুরূপ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ;
- ভূ-সম্পত্তির বিষয়ে মামলা মোকদ্দমা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- অধিগ্রহণকৃত ভূমির নাম জারি এবং জমি ও স্থাপনার অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ;
- পুনর্বাসন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
- জেআরএল (যমুনা রিসোর্ট লিমিটেড) সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- বনায়নসহ পরিবেশ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
- কর্তৃপক্ষের পুকুর, জলাশয় ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/বিভিন্ন বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট ভাড়া/লীজ প্রদান;
- কর্তৃপক্ষের পক্ষে দেশী-বিদেশী সকল সংস্থার সংগে চুক্তি স্বাক্ষর;
- দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি ১ ও ২-এর সভাপতির দায়িত্ব পালন;
- প্রধান কার্যালয়ের স্থাবর সম্পত্তি (অফিস বিল্ডিং ও জমি) সংক্রান্ত কার্যক্রম এবং অফিস ভবনের পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন, ই-মেইল ইত্যাদি বিল পরিশোধ;
- সেতু সাইটে অবস্থানরত বিভিন্ন সংস্থার কাজের মধ্যে সমন্বয়সাধন;
- সাইট অফিসের বাংলো, মেস, ডরমিটরি, বাসা ইত্যাদি বরাদ্দ, সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- থানা কমপেক্সের বিদ্যুৎ, পানি ইত্যাদি বিল পরিশোধ এবং বাসাবাড়ী তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- সেতু ব্যবহারকারী সংস্থা যেমন: রেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও টিএন্ডটিসহ সকল প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন এবং কর্তৃপক্ষের জমি, স্থাপনা, বাসাবাড়ী, পুকুর, জলাশয় ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/বিভিন্ন বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট ভাড়া/লীজ প্রদান;
- সাইট অফিসের জায়গা ও স্থাপনার খাজনা, ট্যাক্স, পৌরকর, ইউনিয়ন পরিষদ কর ইত্যাদি পরিশোধ ও এতদসংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ;
- কেপিআইসহ (Key Point Installation) বঙ্গবন্ধু সেতুর সার্বিক নিরাপত্তা কার্যক্রম দেখাশোনা ও নিশ্চিতকরণ;

- কর্তৃপক্ষের জন্য আবশ্যকীয় আইন, রেগুলেশনস প্রণয়ন, অনুমোদন, জারী ইত্যাদি;
- আইনগত উদ্ভূত বিষয়ের ওপর আইন উপদেষ্টা ও সংশিষ্ট সংস্থার মতামত গ্রহণ;
- অফিস সরঞ্জাম, কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফ্যাক্স ইত্যাদিসহ যাবতীয় যন্ত্রপাতি, স্টেশনারী ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ভান্ডার পরিদর্শন ও ব্যবস্থাপনা;
- টেলিফোন, ফ্যাক্স, ফোন ই-মেইল সংযোজন ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী, অর্জিত ছুটি মঞ্জুর, সার্ভিস রেকর্ড সংরক্ষণ, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি মঞ্জুর, ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারীদের লিভারীজ প্রদানসহ সকল প্রকার ব্যক্তিগত কার্যক্রম সম্পাদন;
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হাজিরা নিশ্চিতকরণ;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দেশ ও বিদেশে ভ্রমণ ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি;
- কর্তৃপক্ষের যানবাহন ক্রয়, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং সকল যানবাহনের জ্বালানী সংগ্রহসহ পুলের যানবাহনের জ্বালানী তেল, লুব্রিকেন্ট ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক জ্বালানী স্লিপ ইস্যুকরণ;
- কর্তৃপক্ষের যে কোন সম্পদের ইজারা ও নিলাম সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি;
- প্রোটোকল ও জনসংযোগ সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- মাসিক সমন্বয়সভা এবং অন্যান্য সভা/সেমিনার অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং বোর্ড সভাসহ সকল সভার আপ্যায়নের ব্যবস্থাকরণ;
- কর্তৃপক্ষের লাইব্রেরীর জন্য দৈনিক পত্রিকা, বইপত্র, জার্নাল, ম্যাগাজিন, সাময়িকী ইত্যাদি ক্রয় ও সংরক্ষণ;
- অফিস প্রাঙ্গন ও ভবনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যাদি;
- সেতু রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যাবলী;
- কমিটি গঠন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি;
- আইন/বিধি-বিধান/নীতিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি;
- বাসেক এর টিওএন্ডই সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি
- আইটি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবালী;
- বাসেক ট্রাস্টি বোর্ড-এর কার্যক্রম পরিচালনা;
- ত্রৈমাসিক নিউজ লেটার প্রকাশনা এবং
- বিবিধ প্রশাসনিক কার্যাবলী।

৩.৫.২ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ

- কর্তৃপক্ষের বোর্ড সভা আহবান, কার্যপত্র ও কার্যবিবরণী প্রণয়নসহ আনুষঙ্গিক কাজ;
- উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত টিপিপি, জরিপ/সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প প্রস্তাব, পিডিপিপি, ডিপিপি প্রণয়ন এবং ডিপিইসি সভার আয়োজন;
- উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য বাজেট বরাদ্দ প্রস্তাব প্রণয়ন, নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রস্তাব প্রেরণ;
- উন্নয়ন প্রকল্পের বিস্তারিত বাজেট বিভাজন প্রণয়ন, বিভাজন আদেশ জারী এবং অর্থ ছাড়করণ সংক্রান্ত কার্যাদি;
- সেতু বিভাগের জন্য মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো, বাজেট প্রণয়ন এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম;
- উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে ইআরডি'র সাথে পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে বৈদেশিক অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টা গ্রহণ;
- উন্নয়ন প্রকল্পের বছরওয়ারী ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং আইএমইডি-তে উক্ত ক্রয় পরিকল্পনার বিপরীতে মাসিক ভিত্তিতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ;
- উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার আয়োজন করা;
- আইএমইডি কর্তৃক প্রণীত ছকানুসারে মাসিক ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং প্রেরণ;

- ইআরডি'র ছকানুসারে প্রকল্প সাহায্য সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং প্রেরণ;
- উন্নয়ন প্রকল্পের ভৌত কাজের মনিটরিং;
- পিআরএসপি/পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা সংক্রান্ত নানাবিধ প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং প্রেরণ;
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ছকানুসারে মাসিক এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং প্রেরণ;
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বিপরীতে মাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং প্রেরণ;
- প্রকল্পের হালনাগাদ তথ্যাদি সম্বলিত প্রতিবেদন/ব্রীফ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পরিকল্পনা কমিশন এবং কার্যক্রম বিভাগসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ;
- জাতীয় সংসদের সেতু বিভাগ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রণয়ন, অনুমোদন গ্রহণ এবং প্রেরণ;
- জাতীয় সংসদের সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিসহ অন্যান্য স্থায়ী কমিটির সভার জন্য প্রতিবেদন প্রণয়ন, ডকুমেন্ট সংগ্রহ এবং প্রেরণ;
- প্রকল্পের সমীক্ষা প্রতিবেদনসহ বিভিন্ন প্রতিবেদন এবং Aide Memoire-এর উপর মতামত প্রদান;
- মহান জাতীয় সংসদে মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং প্রেরণ;
- মহান জাতীয় সংসদে মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রদত্ত ভাষণে অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং প্রেরণ;
- মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফর উপলক্ষে ব্রীফ প্রণয়ন এবং প্রেরণ;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন তথ্যাদি/প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং প্রেরণ;
- টোল ও ট্যারিফ নির্ধারণ সংক্রান্ত যাবতীয় প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং চিঠিপত্র আদান-প্রদান;
- সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি এবং অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর সার-সংক্ষেপ প্রণয়ন এবং প্রেরণ;
- সচিব কমিটি, মন্ত্রিসভা এবং একনেক সভায় সেতু বিভাগের সচিব মহোদয়ের যোগদান উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর ব্রীফ প্রণয়ন;
- বাসেকের কার্যাবলী সংক্রান্ত বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং
- প্রকল্প সংক্রান্ত বিবিধ কার্যাবলী।

৩.৫.৩ অর্থ ও হিসাব অনুবিভাগ

- আর্থিক হিসাব সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ (ক্যাশ ও ব্যাংক ভাউচার, জার্নাল ভাউচার, ক্যাশবুক, লেজার, ভ্যাট ও আয়কর রেজিস্টার, পার্টি রেজিস্টার, চেক রেজিস্টার);
- বার্ষিক বাজেট প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বাজেট নিয়ন্ত্রণ (বাজেটরী কন্ট্রোল);
- মাসিক ও বার্ষিক হিসাব তৈরীর ব্যবস্থা গ্রহণ;
- সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষক দ্বারা বাসেক-এর আইন অনুযায়ী ২টি চার্টার্ড একাউন্টেন্ট (সি.এ.) ফার্ম দ্বারা বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে আর্থিক বিবরণী ও প্রতিবেদন তৈরী এবং প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ট্যাক্স, ভ্যাট ও লেভী আদায়/পরিশোধের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;
- অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দ্বিপক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার অনুষ্ঠান;
- যাবতীয় বিল/দাবী পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক তা পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বৈদেশিক ঋণের অর্থ পরিশোধ (DSL) সংক্রান্ত কার্যাদি;
- বাসেক এর টোলসহ অন্যান্য আয় সংরক্ষণ (যাবতীয় ব্যাংক হিসাব, FDR+STD সহ);
- বাসেক এর স্বার্থের অনুকূলে বিভিন্ন আয়কর সংক্রান্ত কার্যাদি;
- আয়কর সংক্রান্ত বিশেষ সুবিধা প্রাপ্তির জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে যোগাযোগসহ আয়কর সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি;
- আয়কর সংক্রান্ত বিভিন্ন মামলা তদারকি;

- ইজারা, টোল ইত্যাদি রাজস্ব আদায়ের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বাসেক-এর বিভিন্ন প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা;
- বাসেক-এ নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভবিষ্য তহবিলের হিসাব সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বিভিন্ন ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের বিল, কনসালটেন্টদের ইনভয়েসসহ যাবতীয়/দাবী সমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে স্থানীয় ও বৈদেশিক মুদ্রা পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন/ভাতাদি পরিশোধ;
- বাসেক-এর যাবতীয় আর্থিক বিষয়াবলী;
- বাসেক-এর অধীন যে কোন প্রকল্পের অর্থ ব্যয় ও হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি নিরীক্ষাক্রমে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;
- বাসেক-এর অধীন সকল প্রকল্পের টোল আদায় এবং ভবিষ্যৎ টোল আয়ের বিপরীতে সিকিউরিটিজ ইস্যুকরণ;
- টোল আদায়ের হিসাবসহ অন্যান্য হিসাব সংরক্ষণ;
- সিপিএফ এবং গ্রাচ্যুইটি ফান্ড সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি;
- বাসেক ট্রাস্টি বোর্ড-এর আর্থিক হিসাব সংরক্ষণ; এবং
- বিবিধ আর্থিক কার্যক্রম।

৩.৫.৪ কারিগরি অনুবিভাগ

- বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন সকল নির্মাণ ও পূর্ত কাজের নক্সা প্রণয়ন, প্রাক্কলন প্রস্তুতকরণ, দরপত্র আহবান ও মূল্যায়ন, কার্যাদেশ প্রদান ও তদারকী;
- কর্তৃপক্ষের সকল অবকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজের (সেতু ভবনসহ সকল বাসাবাড়ী, বঙ্গবন্ধু সেতু, মুক্তারপুর সেতু, ভবিষ্যৎ নির্মিত সেতু, সংযোগ সড়ক, নদীশাসন, এক্সপ্রেসওয়ে, ফ্লাইওভার ইত্যাদি) প্রাক্কলন প্রস্তুতকরণ, দরপত্র আহবান, দরপত্র মূল্যায়ন ও চুক্তি সম্পাদন ও তদারকী;
- বিভিন্ন উন্নয়ন/মেরামত কাজের সমীক্ষা কার্যক্রমের জন্য উপদেষ্টা/বিশেষজ্ঞ/পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম প্রণয়ন, চুক্তি সম্পাদন এবং তদারকী;
- কারিগরী দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন;
- কর্তৃপক্ষের সেতু, সড়ক, এক্সপ্রেসওয়ে, ফ্লাইওভার এর রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ও টোল আদায় সংক্রান্ত সকল ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম তদারকী;
- কর্তৃপক্ষের আওতাধীন সেতু, সড়ক, এক্সপ্রেসওয়ে, ফ্লাইওভার-এর টোল আদায়, বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন, ওজন পরিমাপক যন্ত্রপাতি ক্রয়, স্থাপন ও মেরামত সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রাক্কলন প্রস্তুতকরণ, দরপত্র আহবান ও মূল্যায়ন, কার্যাদেশ প্রদান ও তদারকী;
- কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন কারিগরি বিষয়ে মতামত প্রদান;
- কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন পূর্ত কাজ সম্পাদন; এবং
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত বিভিন্ন কার্যাবলী।

৩.৬ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen's Charter)

বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে সর্বময় ক্ষমতার উৎস জনগণ। জনগণের সর্বোত্তম স্বার্থ তথা সাধারণ নাগরিকের সেবা প্রদানের অধিকার প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে সরকার বদ্ধপরিকর। সরকারি দপ্তরসমূহের মাধ্যমে নাগরিকগণ যাতে সহজে, সুলভে ও বিড়ম্বনাহীনভাবে সেবা পেতে পারেন, তা নিশ্চিতকরণের জন্য দেশের অন্যান্য সরকারি দপ্তরের ন্যায় বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে ইতোমধ্যে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বা নাগরিক সনদ বা Citizen's Charter (পরিশিষ্ট-গ) প্রচলন করা হয়েছে। এ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতিতে নাগরিক সেবা, দাপ্তরিক সেবা, অভ্যন্তরীণ সেবা প্রদানের সময়সীমা, সেবার সহজ-লভ্যতা, সেবা গ্রহণে কোন নাগরিক সংক্ষুব্ধ হলে তার প্রতিকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট তথ্য লিপিবদ্ধ থাকে।

৩.৭ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের উল্লেখযোগ্য অর্জন

৩.৭.১ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

একটি কার্যকর, দক্ষ এবং গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য সরকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সিনিয়র সচিব, সেতু বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ-এর মধ্যে ১৯ জুন ২০১৯ তারিখে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এপিএ'র কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে রয়েছে সমন্বিত ও নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন (ট্রান্সপোর্টেশন) ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে সহায়তা করা, পরিবহন ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি করা, বড় বড় শহরের যানজট হ্রাসকরণে সহায়তা করা, কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি, দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ, আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

৩.৭.২ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায় (পরিশিষ্ট-ঘ) নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নৈতিকতা কমিটির মোট ৪টি সভা, অংশীজনের অংশগ্রহণে ২টি সভা, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে চাকরি সংক্রান্ত ৩টি এবং সুশাসন সংক্রান্ত ৩টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। তাছাড়া শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/বিধি/নীতিমালা/ম্যানুয়েল ও প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র-এর বাস্তবায়ন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে খসড়া প্রণয়ন, ওয়েবসাইটে সেবাবক্স হালনাগাদকরণ, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার, ক্রয়ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি শক্তিশালীকরণ, শুদ্ধাচার সংশিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে দপ্তর/সংস্থা প্রধান হিসেবে জনাব মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, ০২-১০ নম্বর গ্রেডের কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে জনাব মোঃ আবুল হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মনিটরিং) এবং ১১-২০ গ্রেডের কর্মচারীদের মধ্য থেকে জনাব জনাব মো: আশরাফুল ইসলাম, ড্রাফটসম্যান, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ শুদ্ধাচার পুরস্কার লাভ করেন।

৩.৭.৩ রাজস্ব আয় এবং ব্যয়

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের অনিরীক্ষিত আয়-ব্যয় নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	সর্বমোট আয়	সর্বমোট ব্যয়	উদ্বৃত্ত/-(ঘাটতি)
২০১৯-২০২০	৭৭৬১৪.৫৬	৩৭৩২৩.০৪	৪০২৯১.৫২

৩.৭.৪ বাসেক-এর নিজস্ব অর্থায়নে এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক্রম.	সংস্থার নাম	এডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের নাম	২০১৯-২০ অর্থ বছরের এডিপি-তে মোট বরাদ্দ	জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট ব্যয় (মোট বরাদ্দের % অংশ)
১	২	৩	৪	৫
১	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	ফোর ব্রিজ সমীক্ষা প্রকল্প	৩৮০.০০	২৩০২.৪৩
২	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প	৩০০০.০০	(৬৮.১১%)

৩.৭.৫ বাসেক-এর নিজস্ব অর্থায়নে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক্রমিক নং	বিষয়	কাজের নাম	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	বঙ্গবন্ধু সেতু	বঙ্গবন্ধু সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ	• কাজের চুক্তিমূল্য: ১৪২.০০ কোটি টাকা • ঠিকাদার: China Communications Construction Company Ltd, (CCCC) • কাজের সময়সীমা: জুলাই ২০১৬-জুন ২০২১ • বাস্তবায়ন অগ্রগতি: রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে
		বঙ্গবন্ধু সেতুর টোল আদায় কার্যক্রম	• বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে টোল আদায় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে
		বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম প্রান্তে ট্রাক লেন এবং সেতুর উভয় প্রান্তে ৪টি ওজন স্টেশন বুথ ও লেন নির্মাণ	• কাজের চুক্তিমূল্য: ২৬.৫০ কোটি টাকা • ঠিকাদার: Mir Akhter Hossain Ltd. • কাজের সময়সীমা: ৩১/১২/২০১৮-৩০/১০/২০২০ • বাস্তবায়ন অগ্রগতি: • ৩টি ওজন স্টেশন লেন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে; • ৪টি ওজন স্টেশন বুথ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে; • ট্রাক লেনের Sub-base, agreegate base type-2 and agreegate base type-1 সম্পন্ন হয়েছে; • ভৌত অগ্রগতি: ৯০%
		বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব প্রান্তে সেতুর ২ কিলোমিটার উজানে চেইনেজ ৪৫ মিটার হতে চেইনেজ ৫০০ মিটার পর্যন্ত নদীর তীর রক্ষামূলক কাজ	• কাজের চুক্তিমূল্য: ৩৯.৯৭ কোটি টাকা • ঠিকাদার: Rana Builders Pvt. Ltd. And Shaid Brothers JV. • কাজের সময়সীমা: ১২/০৯/২০১৯-১২/০৯/২০২০ • কাজের অগ্রগতি: • CC Block Casting মোট ৭৩,০০০ টি এর মধ্যে ৬৮,০৩৭ টি সম্পন্ন হয়েছে; • Geo-bag dumping ২,৬১,০০০ টির মধ্যে ১,৭৯,৯৮০টির dumping সম্পন্ন হয়েছে; • পাথর সংগ্রহ: মোট ১৭৭০০ ঘনমিটারের মধ্যে ৬১০০ ঘনমিটার সাইটে আনা হয়েছে • ভৌত অগ্রগতি ৮০%
		বঙ্গবন্ধু সেতুর উভয় প্রান্তে আরসিসি ওজন স্টেশন নির্মাণ	• কাজের চুক্তিমূল্য: ২.৩৯ কোটি টাকা • ঠিকাদার: Mir Akhter Hossain Ltd. • কাজের সময়সীমা: ৩১/১২/২০১৮-৩০/০৬/২০২০ • ভৌত অগ্রগতি: ৬০%
		বঙ্গবন্ধু সেতু রিসোর্ট এলাকায় এসি ও স্ট্রিট লাইট স্থাপন	• কাজের চুক্তিমূল্য: ৩৪.৬০ লক্ষ টাকা। • ঠিকাদার: M/S. Ahmad Brothers • কাজের মেয়াদকাল: ফেব্রুয়ারি ২০২০-জুলাই ২০২০ • ভৌত অগ্রগতি ১০০%
		বঙ্গবন্ধু সেতু রিসোর্ট এলাকায় Archway Metal Detector স্থাপন	• কাজের চুক্তিমূল্য: ১৪.১০ লক্ষ টাকা। • ঠিকাদার: Oracle Technology Ltd. • কাজের মেয়াদকাল: মার্চ ২০২০-জুন ২০২০ • ভৌত অগ্রগতি ১০০%
		পূর্ব পুনর্বাসন সড়ক মেরামত	• কাজের চুক্তিমূল্য: ৯৬.৯৮ লক্ষ টাকা। • ঠিকাদার: MD. Moyenuddin (Bashi) Limited • কাজের মেয়াদকাল: জানুয়ারী ২০২০ -জুলাই ২০২০ • বাস্তবায়ন অগ্রগতি: রাস্তাটির Earthwork, Brick Edging, Aggregate Base Type - II এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে;

২	মুক্তারপুর সেতু	মুক্তারপুর সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়	• কাজের চুক্তিমূল্য: ২৩.৯৩ কোটি টাকা • ঠিকাদার: Computer Network Solutions Ltd • কাজের সময়সীমা: ০৫ • কাজের অগ্রগতি: রক্ষণাবেক্ষন ও টোল আদায় কাজ চলমান রয়েছে
		পঞ্চবটি-মুক্তারপুর সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধি এবং এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও ডিজাইন প্রণয়ন	• কাজের চুক্তিমূল্য: ৫.১৫ কোটি টাকা • পরামর্শক: BRTC, BUET • কাজের মেয়াদকাল: জুন ২০১৮-জুন ২০২০ • বাস্তবায়ন অগ্রগতি: সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং ডিজাইন সম্পন্ন হয়েছে। এর ভিত্তিতে বিনিয়োগ প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
		পঞ্চবটি-মুক্তাপুর সড়কের মেরামত কাজ (১২০০ মিটার)	• কাজের চুক্তিমূল্য: ৫.১১ কোটি টাকা • ঠিকাদার: Asian Traffic Technologies Limited (ATT) • কাজের মেয়াদকাল: জুন ২০১৯-জুন ২০২০ • বাস্তবায়ন অগ্রগতি: • পঞ্চবটি-মুক্তারপুর সড়কের Sub-base and Road base কাজ-মোট ১২০০ মিটারের মধ্যে সমস্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে; • Asphaltic Pavement Work-মোট ১২০০ মিটারের মধ্যে ৪০০ মিটার সম্পূর্ণ হয়েছে; • ভৌত অগ্রগতি ৮৫%
		মুক্তারপুর সেতু এলাকায় রেস্ট হাউজ এবং মনিটরিং ভবনের চারিপাশে boundary ধিষষ নির্মাণ	• কাজের চুক্তিমূল্য: ৫৫.৫৪ লক্ষ টাকা। • ঠিকাদার: M/S Eha Engineers. • কাজের মেয়াদকাল: ফেব্রুয়ারি ২০২০-জুলাই ২০২০ • ভৌত অগ্রগতি ৯৫%।
		মুক্তারপুর সেতু এলাকায় আনসার ক্যাম্পের মেরামত এবং রান্নাঘর ও ডাইনিং রুম নির্মাণ	• ঠিকাদার: M/S Alam Traders • চুক্তিমূল্য: ৮.৮৬ লক্ষ টাকা • প্রকৃত ব্যয়: ৮.৮৬ লক্ষ টাকা • ভৌত অগ্রগতি: ১০০%
		মুক্তারপুর সেতুর পিয়ারের গার্ড রেইল মেরামত কাজ	• ঠিকাদার: M/S Iyasin Enterprise • চুক্তিমূল্য: ৫.০০ লক্ষ টাকা • ভৌত অগ্রগতি: ১০০%
		মুক্তারপুর সেতু এলাকায় উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বে boundary wall নির্মাণ	• কাজের চুক্তিমূল্য: ৫.২৯ কোটি টাকা • ঠিকাদার: MD. Mozenuddin (Bashi) Limited • কাজের মেয়াদকাল: জুন ২০২০-নভেম্বর ২০২০ • ভৌত অগ্রগতি %
		সেতু ভবনের Vertical Extension	• কাজের চুক্তিমূল্য: ৩৩.২৪ কোটি টাকা • ঠিকাদার: Spectra Engineers Ltd. • কাজের মেয়াদকাল: ১৮/৪/২০১৭-১৮/২/২০২০ • ভৌত অগ্রগতি: ১০০%
		সেতু কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় সেতু ভবনের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	• কাজের চুক্তিমূল্য: ৪.৮৯ কোটি টাকা • ঠিকাদার: Pacific Maintenance & Energy Conservation Trust • কাজের মেয়াদকাল: ০৫/০১/২০১৬-৩১/০১/২০২১ • বাস্তবায়ন অগ্রগতি: চলমান
		সেতু কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় সেতু ভবনের লিফটের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	• কাজের চুক্তিমূল্য: ১৮.৯৮ লক্ষ টাকা • ঠিকাদার: Maan Bangladesh Ltd.

			• কাজের মেয়াদকাল: ২১/৯/২০১৭-৩১/৮/২০২০ • বাস্তবায়ন অগ্রগতি: চলমান
		সেতু ভবনের সামনে ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণ	• কাজের চুক্তিমূল্য: ৩.২৩ কোটি টাকা • ঠিকাদার: MAM & DCL JV • কাজের মেয়াদকাল: ১৪/২/২০১৯-১৪/৮/২০২০ • বাস্তবায়ন অগ্রগতি: Substructure বা Foundation কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সড়কের বৈদ্যুতিক লাইন অপসারণের পর Substructure কাজ শুরু হবে।
		সেতু ভবনে Air Condition System স্থাপন ও চালুকরণ	• কাজের চুক্তিমূল্য: ৬.৩৪ কোটি টাকা • ঠিকাদার: Esquire Electronics Ltd. • কাজের মেয়াদকাল: ১০/১২/২০১৮-৩১/১২/২০১৯ • বাস্তবায়ন অগ্রগতি: ১০০%
		সেতু ভবনে অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা স্থাপন ও চালুকরণ	• কাজের চুক্তিমূল্য: ৪.৫৫ কোটি টাকা • ঠিকাদার: Morgen International • কাজের মেয়াদকাল: ০১/৪/২০১৯-১৫/০১/২০২০ • বাস্তবায়ন অগ্রগতি: ১০০%
		সেতু ভবনের বর্ধিত অংশের জন্য আসবাবপত্র ক্রয়	• কাজের চুক্তিমূল্য: ১.১২ কোটি টাকা • ঠিকাদার: Akhter Furnitures Ltd. • কাজের মেয়াদকাল: ০২/৩/২০২০-০২/৭/২০২০ • বাস্তবায়ন অগ্রগতি: ১০০%
		সেতু ভবনের কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পানি সোধনাগারের জন্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি সরবরাহ	• কাজের চুক্তিমূল্য: ২৬ লক্ষ টাকা • ঠিকাদার: Dexterous Engineering • কাজের মেয়াদকাল: ১৪/৭/২০২০-১৪/৭/২০২৩ • বাস্তবায়ন অগ্রগতি: আগামী ৩ বছরে সরবরাহ করা হবে।
৪	অন্যান্য	বরিশাল-ভোলা সড়কে কালাবদর ও তেতুলিয়া নদীর উপর, ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর, পটুয়াখালী-আমতলী-বরগুনা সড়কে পায়রা নদীর উপর, বাকেরগঞ্জ-বাউফল সড়কে কারখানা নদীর উপর এবং বরগুনা-পাথরঘাটা সড়কে বিষখালী নদীর উপর সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা	• পরামর্শক: Stup Consultants • মেয়াদকাল: জুলাই ২০১৮-জুন ২০২০ • চুক্তিমূল্য: ৬৫.০০ কোটি টাকা • ভৌত অগ্রগতি: ১০০%

৩.৭.৬ ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ/সেমিনার/কর্মশালা

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আয়োজিত ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ/সেমিনার/কর্মশালা নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের তারিখ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	ক্যাটাগরি
01.	The Government Servants (Conduct) Rules, 1979 and The Public Employees Discipline (Punctual Attendance) Ordinance, 1982	8-Jul-19	25	Training
02.	The Government Servants (Conduct) Rules, 1979 (Staff)	9-Jul-19	80	Training
03.	Basic and Event Photography	28-29-Jul-19 01- 03- Aug-19	20	Training
04.	Annual Performance Agreement (APA)	4-Aug-19	40	Training
05.	Workshop on Innovation	20-Aug-19	45	Training
06.	GIS for Urban Planning and Development	25-Aug-19	34	Trainin g
07.	Refresher Training (Staff)	25-29- Aug.-19	25	Training
08.	Office Manner and Etiquettes	24-Sep-19	45	Training
09.	Bangladesh Service Rules (Part-1)	30-Sep-19	31	Training
10.	Annual Performance Agreement (APA)	2-Oct-19	31	Training
11	Bangladesh Service Rules (Staff)	22-Oct-19	53	Training
12.	Traffic Rules and Road signs (Staff)	19-Nov-19	35	Training
13.	Bangladesh Service Rules (Part -2)	20-Nov-19	46	Training
14.	Orientation Training on Various Act and Rules	24-27 Nov 2019 01 Dec 2019	30	Trainin g
15.	Mandatory Strategic Objectives of APA	11-Dec-19	40	Training
16.	Road Transport Act -2018 (Staff)	20-Jan-20	80	Training
17.	ICT and e -Filing in Office (Refresher Training)	28-Jan-20	52	Training
18.	The Government Service Act, 2018 and the Government Servants (Punctual Attendance) Rules, 2019	25-Feb-20	36	Training
19.	The Government Servants (Conduct) Rules, 1979 and The Public Employees (Discipline & Appeal) Rules, 2018	18-Mar-20	81	Training
20.	VAT Calculation and Audit Compliance for Development Projects	12-Mar-20	40	Training
21.	An Anatomy of National Budget 2019 -2020	21-Aug-19	34	Training
22.	Fiscal Policy	8-Sep-19	35	Training
23.	Capital Market of Bangladesh: Basic Understandings	14-Oct-19	38	Training
24.	Monetary Policy	4-Nov-19	41	Training
25.	Submission of Income Tax Return and related Tax Laws	6-Nov-19	43	Training
26.	Submission of Income Tax return and related Tax Laws (Staff)	13-Nov-19	51	Training
27.	Public Procurement Management (Part-1)	6-Feb-20	49	Training
28.	Understanding the FIDIC Conditions of Contract (Part-2)	3-Jul-19	45	Training
29.	Research Methodology: Types, Process & Design (Part-1)	31-Jul-19	36	Training
30.	Management of Foreign Assistance, Loans and Grants for Development Projects	6-Aug-19	30	Training

৩.৭.৭ বহিঃঅফিস প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ-এর ৩৩জন কর্মকর্তা-কর্মচারী ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে দেশের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট-এ মোট ১৪টি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

৩.৭.৮ ICT প্রশিক্ষণ ও ই-নথি বাস্তবায়ন

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সকল অনুবিভাগে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে (ই-ফাইলিং) নথি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে এটুআই কর্তৃক প্রকাশিত সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থাসমূহের মাসিক এবং পাক্ষিক ই-ফাইলিং রিপোর্ট পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি মাসিক সমন্বয়সভায় তা উপস্থাপন করা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়মিতভাবে ICT ও ই-ফাইলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ফেসবুক পেইজও চালু রয়েছে।

৩.৭.৯ বিনোদন ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

গাজিপুরের গ্রীন ভিউ গলফ রিসোর্টে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের বার্ষিক বিনোদন ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০১৯ ঝাকজমকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ০৪ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন, সচিব, সেতু বিভাগ ও নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ। এছাড়া, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর স্ত্রী মিসেস ইসরাতুন্নেসা কাদের। দৌড় প্রতিযোগিতা শুরুর মধ্য দিয়ে বর্ণাঢ্য এ বার্ষিক বিনোদন ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি। অন্যান্য ক্রীড়া ইভেন্টের মধ্যে বিভিন্ন বয়সীদের মধ্যে দৌড়-উল্টো দৌড়, বেলুন ফাটানো, ডার্ট, পিলো পাসিং, বল নিক্ষেপ, ফুটবল ও অফিসিয়াল T10 ক্রিকেট ম্যাচ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সাংস্কৃতিক পর্বে অনুষ্ঠিত হয় নাচ, গান, র‍্যাফেল ড্রসহ বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের আকর্ষণীয় উপহার ও পুরস্কার প্রদান করা হয়।

৩.৭.১০ বঙ্গবন্ধু সেতু হতে আদায়কৃত টোল

অর্থ-বছর	যানবাহন সংখ্যা	টোল আদায় (কোটি টাকায়)
১৯৯৭-১৯৯৮ (২৩ জুন, ১৯৯৮ হতে)	২৭৬৫১	০.৯৯
১৯৯৮-১৯৯৯	৮৯২১৪৯	৬১.২৭
১৯৯৯-২০০০	৯৩০৬৫৯	৬৬.৯৪
২০০০-২০০১	১১১০০৭০	৮২.৮৪
২০০১-২০০২	১২২২৯১৯	৯৩.৫৮
২০০২-২০০৩	১৩৭৫০০৯	১০৮.৭২
২০০৩-২০০৪	১৬৩২২০৫	১৩১.০৮
২০০৪-২০০৫	১৮৭৬৩৬৩	১৫২.০০
২০০৫-২০০৬	১৯৮৭৯৮৪	১৫৭.৯৭
২০০৬-২০০৭	২১৭২৪৬৩	১৭৩.৭৬
২০০৭-২০০৮	২৫৩৯৪২১	২০১.৯৬
২০০৮-২০০৯	২৭৫১৮৪৯	২১৪.৪২
২০০৯-২০১০	৩১৫৭৩৭২	২৪২.৯৯
২০১০-২০১১	৩৫৬৪৭১৩	২৬৯.১০
২০১১-২০১২	৩৬৯৮৭৪৩	৩০৬.২৩
২০১২-২০১৩	৩৮৮৬৫৫৮	৩২৭.৯৮
২০১৩-২০১৪	৩৯২৬৯৯০	৩২৫.৩৮

২০১৪-২০১৫	৪২০৭০৭৫	৩৫১.১৪
২০১৫-২০১৬	৪৮০৭৯১৫	৪০৪.৮৮
২০১৬-২০১৭	৫৩৮৩১১৯	৪৮৬.৫২
২০১৭-২০১৮	৫৫৩২৫৩৬	৫৪৩.৮০
২০১৮-২০১৯	৫৯০১৮৯২	৫৭৫.৪০
২০১৯-২০২০	৫৯৯৭১৩০	৫৬০.২৮

৩.৭.১১ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন

- পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে এবং জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৮০.৫০%;
- ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে এবং জুন ২০২০ পর্যন্ত ১ম ধাপের ১৩৩৩টি ওয়ার্কিং পাইল ড্রাইভিং, ৩২৩টি Pile cap, ১০৯টি Cross beam, ২৩০টি কলাম (সম্পূর্ণ) ও ১৬৬টি কলাম (আংশিক) এবং ১৮৬টি আই গার্ডার কাস্টিং সম্পন্ন হয়েছে। প্রথম পর্যায় (Phase)-এর ভৌত অগ্রগতি ৫৬%;
- কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বহুলেন সড়ক টানেল নির্মাণ প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে এবং জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের ৫৬% কাজ সম্পন্ন হয়েছে;
- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আশুলিয়া হয়ে সাভার ইপিজেড পর্যন্ত প্রায় ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে প্রকল্পটির ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৯২৩.৯৫ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। প্রকল্পের Design Review and Construction Super Vision Consultant নিয়োগে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- ঢাকা শহরে ২৫৩ কিঃমিঃ দীর্ঘ সাবওয়ে (আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রো) নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চলমান রয়েছে;
- দেশের বিভিন্ন স্থানে বৃহৎ সেতু যথা; পটুয়াখালী-আমতলী-বরগুনা সড়কে পায়রা নদীর উপর, বাকেরগঞ্জ-বাউফল সড়কে কারখানা নদীর উপর, ভুলতা-আড়াইহাজার-নবীনগর সড়কে মেঘনা নদীর উপর, বরিশাল-ভোলাসড়কে তেতুলিয়া ও কালাবদর নদীর উপর এবং বরগুনা-পাথরঘাটা সড়কে বিষখালী নদীর উপর সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে;
- বরিশাল-ভোলা সড়কে তেতুলিয়া ও কালাবদর নদীর উপর পিপিপি-এর মাধ্যমে জিটুজিভিত্তিতে সেতু নির্মাণে জাপান আগ্রহ প্রকাশ করেছে;
- ভুলতা-আড়াইহাজার-নবীনগর সড়কে মেঘনা নদীর উপর পিপিপি-এর মাধ্যমে জিটুজিভিত্তিতে সেতু নির্মাণে দক্ষিণ কোরিয়া আগ্রহ প্রকাশ করেছে।
- যমুনা নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার জন্য পিডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে এবং চীন সরকারের নিকট অর্থায়নের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।
- সেতু বিভাগের সাথে Annual Performance Agreement (APA) স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- বাংলাদেশ সেতু কতৃপক্ষের আওতাধীন ২টি সেতু হতে টোল বাবদ ৫৭৫.৮৯ কোটি টাকা আয় হয়েছে এবং
- প্রতিবেদনাধীন বছরে বাংলাদেশ সেতু কতৃপক্ষের ২২.৩২৪২ কোটি টাকার অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে।

৩.৮ অডিট আপত্তি

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নে দেওয়া হলোঃ

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়/সেতু বিভাগ	৪১৭	৬৫৩৭.৬৬	২৩	০৬	২২.৩২৪২	৪৩০টি	৭৭৭২.৭৯
	সর্বমোট	৪১৭	৬৫৩৭.৬৬	২৩	০৬	২২.৩২৪২	৪৩০টি	৭৭৭২.৭৯

৩.৯ মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি

মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নে দেওয়া হলোঃ

ক্রম.	বিবরণ	জুন ২০২০ পর্যন্ত মোট মামলা	নিষ্পত্তিকৃত মামলা		পেন্ডিং মামলা	মন্তব্য
			পক্ষে	বিপক্ষে		
০১.	সুপ্রিম কোর্ট (আপিল বিভাগ)	২	-	-	১	-
০২.	সুপ্রিম কোর্ট (হাই কোর্ট বিভাগ)	৩৫	১০	৭	১৮	-
০৩.	জেলা জজ আদালত ও অন্যান্য অধস্তন আদালত)	১৩৪	-	-	১৩৪	-
০৪.	প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল	২	-	-	২	-
সর্বমোট মামলা		১৭৩	১৭		১৫৫	-

৩.১০ তথ্য অধিকারঃ

তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রণীত তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর ধারা ২(ক)(আ) অনুযায়ী আপিল কর্তৃপক্ষ এবং উক্ত আইনের ১০ ধারা অনুযায়ী তথ্য প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সেতু কতৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছেন। কোন আবেদন পাওয়া গেলে জরুরীভিত্তিতে আইন অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ করা হয়। কোন আবেদন পেন্ডিং থাকে না।

আপীল কর্তৃপক্ষ
মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন, নির্বাহী পরিচালক, বিবিএ
ফোন: ৫৫০৪০৩৩৩, ফ্যাক্স: ৫৫০৪০৪৪৪
ই-মেইল: secretary@bridgesdivision.gov.bd
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা-১২১২

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
মো: মনিরুল আলম
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
ফোন: +৮৮০২৫৫০৪০৩১৫, মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩০৮
ওয়েবসাইট:www.bba.gov.bd
ইমেইল: addldir-admn@bba.gov.bd
সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা-১২১২

বিকল্প কর্মকর্তা
আমিরুল ইসলাম
অতিরিক্ত পরিচালক (অর্থ ও হিসাব), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
মোবাইল: ০১৭১৫২২২৯৭১
ফ্যাক্সঃ ৯৮৮৪১৪
ই-মেইল: addldir-fa@bba.gov.bd
সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা-১২১২

৩.১১ অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (GRS)

সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে। তিনি সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যোগাযোগ করে যেকোন সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করা যাবেঃ

ক্রমিক	কখন যোগাযোগ করবেন	কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন	যোগাযোগের ঠিকানা	নিষ্পত্তির সময়সীমা
১	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) পদবী ঃ অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা ১২১২ ফোন: ৫৫০৪০৩১৫ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩০৮ ইমেইল: addldir - admn@bba.gov.bd GRS লিঙ্ক: http://site.bba.gov.bd/grs/	৩০ কার্যদিবস
২	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	আপিল কর্মকর্তা পদবী ঃ পরিচালক (প্রশাসন)	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা ১২১২ ফোন: +৮৮০২৫৫০৪০৩১০ মোবাইল: ০১৭০০৭১৬৩০১ ইমেইল: dir-admn@bba.gov.bd	৩০ কার্যদিবস
৩	আপিল কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল	অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্র ৫নং গেইট, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা www.grs.gov.bd	৩০ কার্যদিবস

৩.১২ বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ

৩.১২.১ বঙ্গবন্ধু সেতু

সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থার আওতায় যমুনা নদী দ্বারা বিভক্ত দেশের দু'টি অঞ্চলকে একীভূত করে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, সাংস্কৃতিক এবং সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালের ২৩ জুন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মোট ৩৭৪৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪.৮ কি.মি. দীর্ঘ বঙ্গবন্ধু সেতুর নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের পূর্বে সমাপ্ত হয়। ১৯৯৮ সালের ২৩ জুন বঙ্গবন্ধু সেতু যানবাহন পারাপারের জন্য খুলে দেওয়া হয়। এ সেতু নির্মাণে তিনটি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা যথা; এডিবি, বিশ্বব্যাংক ও জাইকা হতে গৃহীত ঋণের মধ্যে ইতোমধ্যে ২৮০০ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। আগামী ২০৩৪ সাল নাগাদ সকল ঋণ পরিশোধ হবে মর্মে আশা করা যায়। বঙ্গবন্ধু সেতুতে সড়ক ও রেল পথের সুবিধা ছাড়াও বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং অপটিক্যাল ফাইবার টেলিফোন লাইন স্থাপন করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু সেতু চালু হওয়ার পর হতে এ সেতু দিয়ে পূর্বাভাসের তুলনায় অধিক হারে টোল আদায় হচ্ছে। গত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এ সেতু হতে ৫৫৮ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা টোল বাবদ আদায় হয়েছে। ১৯৯৯ সালে সেতু এলাকা-কে একটি আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্রে রূপান্তর করায় এটি দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের নিকট একটি আকর্ষনীয় স্থানে পরিণত হয়। এর ফলে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু সেতু দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মাইলফলক হিসেবে কাজ করছে। এ সেতু নির্মাণের ফলে যাতায়াত ব্যবস্থা যেমন সহজতর হয়েছে তেমনি উত্তরাঞ্চলে কৃষি পণ্যাদি উৎপাদনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষক তার পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি উত্তরাঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠছে। দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ সেতু গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

৩.১২.২ ঢাকা-মুন্সীগঞ্জ সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর মুক্তারপুর (৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী) সেতু

রাজধানী ঢাকা শহরের সাথে পার্শ্ববর্তী মুন্সীগঞ্জ জেলার সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঢাকা-মুন্সীগঞ্জ সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ১৫২১ মিটার দীর্ঘ ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী (মুক্তারপুর) সেতুর নির্মাণ কাজ ২০০৮ সালে সম্পন্ন হয়। এ সেতু নির্মিত হওয়ায় মুন্সীগঞ্জ ও তার আশেপাশের অঞ্চলগুলো হতে ঢাকা মহানগরীতে এখন শাক-সবজি ও ফলমূলসহ অন্যান্য কৃষিপণ্য সহজেই পরিবহন করা সম্ভব হচ্ছে।

বর্তমান সরকার মুক্তারপুর সেতুর সাথে সংযোগকারী পঞ্চবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত ৮.৫ কিলোমিটার সড়ক প্রশস্তকরণ এবং উক্ত সড়কে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে একটি ডিপিপি প্রণয়ন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে মুন্সীগঞ্জ জেলার সাথে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ জেলার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা আরো সহজতর হবে। তাছাড়া, দক্ষিণাঞ্চলের যানবাহনসমূহ উক্ত সড়কের মাধ্যমে ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু হয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে চলাচল করতে পারবে। এর ফলে ঢাকার উপর যানবাহনের চাপ কমবে।

৩.১৩ চলমান উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ

৩.১৩.১ পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার (১৯৯৬-২০০১) দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সাথে রাজধানীর সুষ্ঠু ও সরাসরি যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে পদ্মা নদীর উপর একটি সেতু নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এরই অংশ হিসেবে ২০০১ সালে প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। উক্ত সমীক্ষায় কারিগরী ও অর্থনৈতিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য এবং উপযুক্ত স্থান হিসাবে বিবেচনা করে মাওয়া পয়েন্টে পদ্মা নদীর উপর ৪ (চার) লেইন বিশিষ্ট সড়ক ও রেলসহ সেতু নির্মাণের সুপারিশ করা হয়। তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০১ সালের ৪ জুলাই মাওয়া পয়েন্টে পদ্মা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর সেতুর বিস্তারিত ডিজাইন প্রণয়ন পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের প্রস্তাব ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ২৯ জানুয়ারি ২০০৯ তারিখে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর এবং প্রকল্পের বিভিন্ন প্যাকেজে বিস্তারিত ডিজাইন চূড়ান্ত করা হয়। তাছাড়া পদ্মা সেতু প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নবম জাতীয় সংসদে "পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩১ নং আইন)" পাশ করা হয়।

যথাসময়ে ঠিকাদার নিয়োগে টেন্ডার প্রক্রিয়াও শুরু করা হয়। সে সময় পদ্মা সেতু প্রকল্পের বিভিন্ন প্যাকেজের নির্মাণ কাজ তদারকির জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে বিশ্বব্যাংক, এডিবি, জাইকা এবং আইডিবি ঋণচুক্তি স্থগিত করে। তৎপরিপ্রেক্ষিতে দেশ ও জনগণের স্বার্থে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হসিনা বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু বাস্তবায়নের সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সব প্রতিকূলতাকে জয় করে স্বপ্নের পদ্মা সেতু আজ দৃশ্যমান বাস্তবতা। স্বপ্নের পদ্মা সেতু প্রকল্পের সূচনালগ্নে দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্র এবং চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তোরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হার না মানা সুদৃঢ় নেতৃত্ব, পদ্মা সেতুর প্রতি ইঞ্চি অগ্রগতিতে তাঁর নিবিড় মনিটরিং এবং আবেগের সংযোগ প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়নে অনুঘটক হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, সর্বশেষ ২০১৭ সালে কানাডার টরেন্টোর একটি আদালতে দুর্নীতি ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয় এবং বিশ্বব্যাংক -এ প্রকল্পে পুনরায় অর্থায়নের প্রস্তাব করে যা সরকার কর্তৃক আর গৃহীত হয়নি।

পদ্মা সেতুর উপরের অংশ দিয়ে যানবাহন ও নীচের অংশ দিয়ে রেল চলাচল করবে। এ সেতুর ফলে প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ৪৪,০০০ বর্গ কিঃমিঃ (১৭,০০০ বর্গ মাইল) বা বাংলাদেশের মোট এলাকার ২৯% অঞ্চল জুড়ে কোটিরও অধিক জনগণ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হবে। এই সেতুটি নির্মিত হলে দেশের জিডিপি ১.২ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে আশা করা যায়। তাছাড়া প্রতি বছর ০.৮৪% হারে দারিদ্র হ্রাসের মাধ্যমে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

জুন ২০২০ পর্যন্ত পদ্মা সেতু প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৮০.৫০ শতাংশ। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্যাকেজ/কাজের অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রম.	প্যাকেজ/কাজের বিবরণ	কাজ শুরু	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	মূল সেতু নির্মাণ	নভেম্বর ২০১৪	• চুক্তিমূল্য ১২১৩৩.৩৯ কোটি টাকা এবং পরিশোধ ১০৫২৩.৬৮ কোটি টাকা। • মূল সেতুর ২৯৪টি পাইলের মধ্যে ২৯৪ টি পাইলের সম্পূর্ণ অংশের ড্রাইভ সম্পন্ন। • মোট ৪১টি স্প্যানের মধ্যে ৩১টি স্প্যান স্থাপন সম্পন্ন। • ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৮৯%
২	নদীশাসন কাজ	ডিসেম্বর ২০১৪	• চুক্তিমূল্য ৮৭০৭.৮১ কোটি টাকা এবং পরিশোধ ৫২১২.০১ কোটি টাকা। • ভৌত অগ্রগতি ৭৩.০০%
৩	জাজিরা সংযোগ সড়ক ও ব্রীজ এন্ড ফ্যাসিলিটিস	অক্টোবর ২০১৩	• চুক্তিমূল্য ১৩১৮.৯৯ কোটি টাকা এবং পরিশোধ ১২৭১.৮৫ কোটি টাকা। • ভৌত অগ্রগতি ১০০%
৪	মাওয়া সংযোগ সড়ক ও ব্রীজ এন্ড ফ্যাসিলিটিস	জানুয়ারি ২০১৪	• চুক্তিমূল্য ১৯৩.৪০ কোটি টাকা এবং পরিশোধ ১৯১.৯৫ কোটি টাকা। • ভৌত অগ্রগতি ১০০%
৫	সার্ভিস এরিয়া -২ নির্মাণ	জানুয়ারি ২০১৪	• চুক্তিমূল্য ২০৮.৭১ কোটি টাকা এবং পরিশোধ ১৯৯.৭৩ কোটি টাকা। • ভৌত অগ্রগতি ১০০%
৬	কাজ তদারকি (CSC -1)	অক্টোবর ২০১৩	• চুক্তিমূল্য ১৩৩৪.৮৮ কোটি টাকা এবং পরিশোধ ৮৯.১৭ কোটি টাকা। • ভৌত অগ্রগতি ১০০%
৭	মূল সেতু এবং নদীশাসন কাজের নির্মাণ কাজ তদারকি (CSC -2)	নভেম্বর ২০১৪	• চুক্তিমূল্য ৩৮৩.১৫ কোটি টাকা এবং পরিশোধ ৫৬৪.৩৪ কোটি টাকা। • অগ্রগতি ৮৮%
৮	Engineering Support and Safety Team (ESST)	অক্টোবর ২০১৩	• চুক্তিমূল্য ৭২.১৩ কোটি টাকা এবং পরিশোধ ৭২.১৩ কোটি টাকা। • অগ্রগতি ৮৮%
৯	ভূমি অধিগ্রহণ		• সর্বমোট অধিগ্রহণকৃত ভূমির পরিমান ২৪৩৪.৫৭ হেক্টর, যার মধ্যে মুন্সিগঞ্জ, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলায় অধিগ্রহণকৃত ভূমির পরিমান যথাক্রমে ৩২৯.৬৪ হেক্টর, ১৪৯৩.৯৭ হেক্টর ও ৬১০.৯৬ হেক্টর। এর মধ্যে দখল বুঝে নেওয়া ভূমি ১৪৫৩.০৫ হেক্টর।
১০	পুনর্বাসন কার্যক্রম	জুন ২০০৯	• জুন ২০২০ পর্যন্ত ৬৮১.০৯ কোটি টাকা অতিরিক্ত সহায়তা বাবদ ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে পরিশোধ করা হয়েছে। • জুন ২০২০ পর্যন্ত 'প্রকল্প পর্যায় বরাদ্দ কমিটি' কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের মাঝে ২৮২৮টি প্লট হস্তান্তর করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৭৫২টি ভূমিহীন (ক্ষতিগ্রস্ত) পরিবারকে বিনামূল্যে প্লট প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, ১০৩১জন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ভিটা উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। • পদ্মা সেতুর ০৪টি পুনর্বাসন সাইটে মনোরম পরিবেশে স্থাপনকৃত ০৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট ১২২৭জন ছাত্র -ছাত্রী অধ্যয়ন করছে। • পদ্মা সেতু পুনর্বাসন এলাকায় মোট ০৫টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এসব স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা, স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক পরামর্শ ও কার্যক্রম, টিকাদান কর্মসূচি, বিনামূল্যে ঔষুধ ও রেফারেল সার্ভিস দেয়া হচ্ছে।
১১	পরিবেশ কার্যক্রম	জুন ২০০৯	• পুনর্বাসন এলাকা এবং সার্ভিস এরিয়ায় জুন ২০২০ পর্যন্ত ১,৬৯,৯৫৭টি গাছ লাগানো হয়েছে। • পদ্মা সেতু প্রকল্প এলাকায় স্থাপিত যাদুঘরে জুন ২০২০ পর্যন্ত ২২৫৬টি নমুনা সংগ্রহপূর্বক সংরক্ষণ করা হয়েছে।

৩.১৩.২ কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বহুলেন সড়ক টানেল নির্মাণ

কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম আন্ডারওয়াটার টানেল নির্মাণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসী ও ভিশনারি নেতৃত্বের এক অনন্য উদাহরণ। ২০১৪ সালের জুন মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চীন সফরকালে টানেলটি নির্মাণে চীন সরকারের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ২০১৬ সালের ১৪ অক্টোবর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। টানেলের নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে এবং টানেলের প্রথম টিউবের ২.৪৫ কিলোমিটারের মধ্যে ২.৩৩ কিলোমিটার দৃশ্যমান হয়েছে। সার্বিক ভৌত অগ্রগতি ৫৬%। আগামী ২০২২ সালের ডিসেম্বর নাগাদ টানেলের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল চট্টগ্রাম শহরের পশ্চিম অংশের সাথে কর্ণফুলী নদীর পূর্ব অংশের সড়ক যোগাযোগ স্থাপন করবে এবং এটি এশিয়ান হাইওয়ের সাথেও সংযুক্ত হবে। এটি বাস্তবায়িত হলে চট্টগ্রাম শহরের যানজট নিরসন হবে, চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরে পণ্য পরিবহন সহজতর হবে এবং ঢাকার সাথে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের সরাসরি সড়ক যোগাযোগ আরও উন্নত হবে। ২০১৩ সালের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা অনুযায়ী এই টানেল জাতীয় জিডিপি ০.১৬৬% বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে।

৩.১৩.৩ সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রজেক্ট

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন এবং ইউটিলিটিজ স্থানান্তরের ব্যয় নির্বাহে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ৩২১৬ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে লিংক প্রকল্প হিসেবে "সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রজেক্ট" শীর্ষক প্রকল্পটি ১৮ অক্টোবর ২০১১ তারিখের একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ৪৮৬৯ কোটি ০৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সংশোধিত ডিপিপি ২০ জুন ২০১৭ তারিখের একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হলো ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন, ইউটিলিটিস স্থানান্তর এবং পরামর্শক সেবা। প্রকল্পটির মেয়াদকাল ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত। প্রকল্পের মূল এলাইনমেন্ট বরাবর ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া, ভবন অপসারণ ও পুনর্বাসন ভিলেজ নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

৩.১৩.৪ গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (এলিভেটেড অংশ)

গাজীপুর হতে শাহাজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত মোট ২০ কিলোমিটার Bus Rapid Transit বা BRT লেনের মধ্যে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উত্তরা হাউজ বিল্ডিং হতে টঙ্গী চেরাগ আলী মার্কেট পর্যন্ত ৪.৫ কিলোমিটার এলিভেটেড অংশ নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ এলিভেটেড অংশের ৩.৫ কিলোমিটার হবে ৬ লেনের এবং ১ কিলোমিটার হবে ৪ লেনের। তাছাড়া, এতে থাকবে ৬টি এলিভেটেড স্টেশন এবং ১০ লেনের টঙ্গী সেতু।

জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের মোট ১৮৭১টি service pile এর মধ্যে ৮৯৯টির নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ১২০টি Pile Cap, ১১৬টি Pier Stem এবং ১৬৬টি I-Girder নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ২২টি span এ I-Girder স্থাপন করা হয়েছে। টঙ্গী ব্রিজ পাইলের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, টঙ্গী সেতুর পর থেকে চেরাগআলী পর্যন্ত মূল সড়কের দুই পার্শ্বে ড্রেনেজ কাজের ৬৩১১ মিটারের মধ্যে সম্পূর্ন অংশে RCC pipe স্থাপন করা হয়েছে এবং অন্যান্য কাজ চলমান আছে। এ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৩০%। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ঘন্টায় উভয় দিক থেকে প্রায় ২৫০০০ যাত্রী চলাচল করতে পারবে। এটি ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে অবদান রাখবে।

৩.১৩.৫ ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ

ঢাকা শহরের উত্তরাঞ্চল তথা সাভার, আশুলিয়া, নবীনগর ও ইপিজেড সংলগ্ন শিল্প এলাকার যানজট নিরসন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আশুলিয়া হয়ে

ইপিজেড পর্যন্ত ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং ১৬,৯০১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পটি গত ২৪ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। বর্তমানে ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ মোট ১২২৬ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। এটি নির্মিত হলে এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্ক এবং প্রায় সকল জাতীয় মহাসড়কের সাথে যুক্ত হওয়ার পাশাপাশি ঢাকার সাথে ৩০টি জেলার সংযোগ স্থাপনকারী আবদুল্লাহপুর-আশুলিয়া-বাইপাইল-চন্দ্রা করিডোরে যানজট অনেকাংশে হ্রাস পাবে। এটি নির্মিত হলে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ০.২১৭% বৃদ্ধি পাবে।

৩.১৩.৬ ■ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কাজের গুণগত ও পরিমাণগত সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দাপ্তরিক সেবার মানোন্নয়নের উদ্দেশ্য নিয়ে ২০১৭ সালে ১৩৫১.৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প"-এর যাত্রা শুরু হয়। এ প্রকল্পের অধীনে বছরব্যাপী বিভিন্ন বিষয় এর উপর প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়ে থাকে। তাছাড়া, বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় বিদেশ ও বিভিন্ন বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ এর মাধ্যমে কর্মকর্তাগণ প্রফেশনাল জ্ঞান ও সার্টিফিকেট অর্জন করছে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ৫৪টি প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপে সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন।

৩.১৩.৭ ■ ঢাকা শহরে সাবওয়ে নির্মাণ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা

ঢাকা শহরে সাবওয়ে নির্মাণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি সাহসী সিদ্ধান্ত। ঢাকা শহরের অসহনীয় যানজট সমস্যা সমাধানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পূর্ববর্তী মেয়াদে (২০১৪-২০১৮) দায়িত্বে থাকাকালে ২০১৬ সালে ঢাকা শহরে সাবওয়ে নির্মাণের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য সেতু বিভাগকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন। এ প্রেক্ষিতে ঢাকা শহরের মোট ২৫৩ কিলোমিটার এলাইনমেন্টে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার জন্য একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করা হয় যা ২০২১ সালের জুন নাগাদ সম্পন্ন হবে। বিস্তারিত সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী যথাসময়ে সাবওয়ে নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হবে মর্মে আশা করা যায়। সাবওয়ে সমীক্ষা প্রকল্পে প্রস্তাবিত সাবওয়ে নেটওয়ার্কসমূহ নিম্নরূপঃ

ক্রম	রুট-এর নাম	পূর্ণ নেটওয়ার্ক
০১	রুট বি (B): গাবতলি-ভোলাব ইউনিয়ন রোড ভায়াঃ (দৈর্ঘ্যঃ ৩০.৫১ কিঃমিঃ, ২৬ স্টেশন)	গোলারটেক, তুরাগ সিটি, জাতীয় চিড়িয়াখানা, মিরপুর-১১, কালশি মোড়, মাটিকাটা রোড, বিমান বাহীনী সদর দপ্তর, বারিধারা ডিওএইচএস, ফিউচার পার্ক, বসুন্ধরা বক -ডি, বসুন্ধরা বক - আই এন্ড জে, বসুন্ধরা সাউথ, বসুন্ধরা বক - এম, বসুন্ধরা বক -এন, মাস্তুল, ডেলনা, টোলনা, পূর্বাচল সেক্টর-১৫, পূর্বাচল সেক্টর-১৮, পূর্বাচল সেক্টর সেন্ট্রাল, পূর্বাচল সেক্টর-১৯, পূর্বাচল সেক্টর-২১, পূর্বাচল সেক্টর ইস্ট, পূর্বাচল মালুম সিটি, ভোলাব ইউনিয়ন রোড
০২	রুট ডি (D): ভাওয়াল (কেরানীগঞ্জ)-ঠুলঠুলিয়া (ইস্ট খিলগাঁ) ভায়াঃ (দৈর্ঘ্যঃ ১৫.৬৮ কিঃমিঃ, ১৪ স্টেশন)	আটি ভাওয়াল, চান্দিপুর, আটি বাজার, ভাঙ্গাবাড়ি ব্রিজ, হাজারীবাগ, জিগাতলা, সাইন্সল্যাব, শাহবাগ, কাকরাইল, রাজারবাগ, বাসাবো, আব্দুল আজিজ হাই স্কুল এন্ড কলেজ, ইস্ট নন্দিপাড়া
০৩	রুট জি (G): গাবতলী-বসুন্ধরা রিভার ভিউ সাউথ ভায়াঃ (দৈর্ঘ্যঃ ১৭.৩৩ কিঃমিঃ, ১৫ স্টেশন)	গাবতলী, আদাবর, মোহাম্মদপুর, নিউ চৌরাস্তা মোড়, শংকর, হাজারীবাগ, শহীদ শেখ রাসেল হাই স্কুল, নবাবগঞ্জ পার্ক, লালবাগ, মিডফোর্ড গেট, সদরঘাট, মিল ব্যারাক, শ্মশান ঘাট, বসুন্ধরা রিভার ভিউ নর্থ
০৪	রুট জে (J): গাবতলী-পূর্বাচল নর্থ ভায়াঃ (দৈর্ঘ্যঃ ২৯.৪০ কিঃমিঃ, ২৫ স্টেশন)	হাজারীবাগ, রামচন্দ্রপুর, নবদয় হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, কলেজ গেট, বিজয় স্মরণী, ফ্যালকন, মহাখালী, গুলশান-১, বাড্ডা, নামা পাড়া, সাতারকুল, সানভ্যালি নর্থ, পশ্চিম হারারদিয়া, কায়েমসার, বরুনা, জলসিঁড়ি সেক্টর-৪, জলসিঁড়ি সেক্টর-১৫ সাউথ, জলসিঁড়ি সেক্টর-১৫ নর্থ, জলসিঁড়ি সেক্টর-১০, পূর্বাচল সাউথ, পূর্বাচল সেক্টর-২, পূর্বাচল সেক্টর-১০, পূর্বাচল সেন্ট্রাল

০৫	রুট ও (O): টঙ্গি জংশন-ঝিলমিল ভায়াঃ (দৈর্ঘ্যঃ ২৮.৭১ কিঃমিঃ, ২৭ স্টেশন)	টঙ্গি জংশন, টিএসএস, মাছিমপুর, উত্তরা সেক্টর-১০, উত্তরা সেক্টর-১৩, উত্তরা সেক্টর-১৪, নর্থ বাউনিয়া, উত্তরা সেক্টর-১৭, সাগুপ্তা নিউ রোড, কালশী মোড়, পলাশ নগর, ভাষানটেক সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, কচুক্ষেত, রজনীগন্ধা মার্কেট, রাওয়া, মহাখালী, বিজিপ্রেস,হাতির ঝিল, রমনা, কাকরাইল, গুলিস্থান, নয়াবাজার, সদরঘাট, খেজুরবাগ, মুসলিম নগর, তেঘরিয়া বাজার, ঝিলমিল
০৬	রুট পি (P): শাহকবির মাজার রোড-সদরঘাট ভায়াঃ (দৈর্ঘ্যঃ ২২.৯৯ কিঃমিঃ, ২০ স্টেশন)	শাহকবির মাজার, গাওয়ার, এয়ারপোর্ট, কুমিটোলা, আজিজ মার্কেট, মাটি কাটা রোড, ভাষানটেক বাজার, লেক ভিউ পার্ক, গুলশান-২, গুলশান-১, পুলিশ পাজা, রামপুরা, তালতলা, বাসাবো, মুগদা, কমলাপুর, গোপালবাগ, সায়দাবাদ, মুরগীতলা সদরঘাট
০৭	রুট এস (S): কেরানীগঞ্জ-সোনাপুর ভায়াঃ (দৈর্ঘ্যঃ ১৯.৫০ কিঃমিঃ, ১৮ স্টেশন)	কেরানীগঞ্জ, কামরঙ্গিচর, শহীদ নগর, লালবাগ, চক বাজার, নয়া বাজার, দয়াগঞ্জ, সায়েদাবাদ, যাত্রাবাড়ি, ধনিয়া, রায়েরবাগ, মাতুইল, সাইনবোর্ড, সানারপাড়, মৌচাক, চিটাগাং রোড, কাঁচপুর, সোনাপুর
০৮	রুট টি (T): জাঃবিঃ-নারায়নগঞ্জ ভায়াঃ (দৈর্ঘ্যঃ ৪৭.৫৪ কিঃমিঃ, ৪৪ স্টেশন)	জাঃবিঃ, আদর্শ নগর, কলমা, আকুপাড়া, আশুলিয়া মডেল টাউন ওয়েস্ট, আশুলিয়া মডেল টাউন সেন্ট্রাল, আশুলিয়া মডেল টাউন ইস্ট, বিনোদপুর, উত্তরা সেক্টর-১৬, উত্তরা নর্থ, উত্তরা সেক্টর-১২, উত্তরা সেক্টর-১৩, আযমপুর মোড়, আযমপুর কাঁচা বাজার, শাহ কবীর মাজার রোড, নোয়াপাড়া (দক্ষিনখান), নন্দাপাড়া (দক্ষিনখান), বরূয়া নর্থ, বরূয়া সাউথ, পিওএইচএস, বসুন্ধরা বক - কে এন্ড এল, বসুন্ধরা সাউথ, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, মেরুল ব্রিজ, সানভ্যালি নর্থ, আফতাব নগর নর্থ, আফতাব নগর ইস্ট, ওয়েস্ট নন্দীপাড়া, ইস্ট নন্দিপাড়া, গ্রীন মডেল টাউন, মাতুইল উত্তরবন্দ, মাতুইল উত্তরপাড়া, শনির আখড়া, রায়েরবাগ, ইস্ট মোহাম্মদবাগ, আদর্শ নগর, দেলুপাড়া, নন্দলপুর, ডিপিডিসি সাবস্টেশন, ফতুল্লা স্টেশন, শিবু মার্কেট, ডিসি অফিস নিউ কোর্ট, চাষারা
০৯	রুট ইউ (U): তেঘরিয়া বাজার-নারায়নগঞ্জ ভায়াঃ (দৈর্ঘ্যঃ ১৩.৮৩ কিঃমিঃ, ০৮ স্টেশন)	তেঘরিয়া বাজার, St02, বসুন্ধরা রিভার ভিউ সাউথ, St04, St05, St06, নারায়নগঞ্জ, St08
১০	রুট ভি (V): টঙ্গী জংশন-কোনাবাড়ী ভায়াঃ (দৈর্ঘ্যঃ ১৬.৯৯ কিঃমিঃ, ১০ স্টেশন)	টঙ্গী জংশন, চেরাগালী মার্কেট, ঝঃ০৫, ঝঃ০৬, ঝঃ০৭, কোনাবাড়ী
১১।	রুট ডবিউ (W): গাবতলী-জাঃ বিঃ ভায়াঃ (দৈর্ঘ্যঃ ১৫.৫২ কিঃমিঃ, ০৬ স্টেশন)	গাবতলী, St02, St03, St04, St05, St06, জাঃ বিঃ, St08

৩.১৪ পিপিপি প্রকল্প ঃ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রজেক্ট

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে বাংলাদেশের প্রথম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প। ঢাকা শহরের যানজট নিরসনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের পূর্ববর্তী মেয়াদে (২০১৪-২০১৮) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালি পর্যন্ত পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ বা পিপিপি-এর আওতায় ৮৯৪০ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে র‍্যাম্পসহ মোট ৪৬.৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে ১৫ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চীনা এক্সিম ব্যাংক ও আইসিবি'র ৮৬১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ইতোমধ্যে ১ম কিস্তির অর্থ ছাড় করা হয়েছে। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে তিনটি ধাপে নির্মিত হচ্ছে। এর মধ্যে প্রথম ধাপের ৫৬% ভৌত কাজ সম্পাদিত হয়েছে। আগামী ২০২৩ সালের জুন নাগাদ এই এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে মর্মে আশা করা যায়।

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মিত হলে ঢাকা শহরে আরও প্রায় ৪৭ কি.মি. নতুন সড়ক যোগ হবে। এ শহরের

গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন এলাকা যেমন; বিমানবন্দর, কুড়িল, মহাখালী, তেজগাঁও, মানিকমিয়া এভিনিউ, পলাশী, সোনারগাঁও মোড়, অতিশ দীপংকর সড়ক, মতিঝিল ইত্যাদি স্থানের জনগণ এ এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে উঠা-নামা করতে পারবে এবং যানজটের কারণে বর্তমানে বহু সংখ্যক গাড়ীর যে জ্বালানী ও মানুষের কর্মঘন্টা নষ্ট হয় তা বহুলাংশে হ্রাস পাবে। এটি ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

৩.১৫ অনুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ

৩.১৫.১ কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী সড়কে পায়রা নদীর উপর সেতু নির্মাণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মহানুভবতার এক অনন্য নজির পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জ উপজেলার পায়রা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ' প্রকল্প। পটুয়াখালী সরকারি জুবিলি উচ্চ বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র শীর্ষেন্দু বিশ্বাস পায়রা নদীর ওপর সেতু নির্মাণের জন্য ২০১৬ সালের ১৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে চিঠি লেখেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চিঠি মারফত শীর্ষেন্দুকে সেতু নির্মাণের আশ্বাস প্রদান করেন। দক্ষিণাঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়নের অংশ হিসেবে কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী-লোহালিয়া-কালিয়া সড়কে পায়রা নদীর উপর ১৬৯০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণে মোট ১০৪২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি গত ১০ মার্চ ২০২০ তারিখের একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। ২০২৫ সাল নাগাদ এই সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে আশা করা যায়।

৩.১৫.২ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ণ এবং নতুন সেতু ও ইনার সার্কুলার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা :

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভিশনারি উন্নয়ন দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে উন্নীতকরণের লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ২৫ বছর মেয়াদী একটি মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সমন্বিত ও নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং দেশের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে উক্ত মাস্টার প্ল্যানে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পসমূহ চিহ্নিতকরণ, গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে সুপারিশ করা হবে। তাছাড়া, চাঁদপুর-শরীয়তপুর অবস্থানে মেঘনা নদীর উপর ও লক্ষীপুর-ভোলা সড়কে মেঘনা নদীর উপর এবং ঢাকা ইনার সার্কুলার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা হবে। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে মোট ২৬৩.৪৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এ সংক্রান্ত প্রকল্প গত ১০/৫/২০২০ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। চলতি ২০২০ সালের শেষ নাগাদ এই মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের কাজ শুরু হবে মর্মে আশা করা যায়।

৩.১৬ প্রক্রিয়াধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

৩.১৬.১ ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্প

ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। আওয়ামী লীগ সরকারের বিগত নির্বাচনী ইশতেহারেও ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের অঙ্গীকার রয়েছে। ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের বালিয়াপুর হতে নিমতলী-কেরানিগঞ্জ-ফতুলা-বন্দর হয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের লাঙ্গলবন্দ পর্যন্ত ১৬,৩৮৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩৯.২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা ইস্ট-ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে পিডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে এবং এর ভিত্তিতে বৈদেশিক অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। এটি নির্মিত হলে ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

৩.১৬.২ বরিশাল-ভোলা সড়কে কালাবদর ও তেতুলিয়া সেতু নির্মাণ প্রকল্প

বরিশাল-ভোলা সড়কে কালাবদর ও তেতুলিয়া নদীর উপর ৪.৬৮ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ

হাসিনার একটি সাহসী সিদ্ধান্ত। উক্ত সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে পিডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। একটি জাপানী প্রতিষ্ঠান সেতুটি জিটুজি-এর আওতায় পিপিপিভিত্তিতে নির্মাণে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তাছাড়া, চীন সরকারের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানও এ সেতু নির্মাণে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

৩.১৬.৩ ভুলতা-আড়াইহাজার--বাঞ্ছারামপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প

ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর ১.৭ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণের প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ার একটি প্রতিষ্ঠান এই সেতুটি জিটুজিভিত্তিতে পিপিপি-এর আওতায় নির্মাণের প্রস্তাব দিয়েছে।

৩.১৭ সেতুর টোল হার

৩.১৭.১ বঙ্গবন্ধু সেতু

ক্রম.	যানবাহনের শেণীবিন্যাস	টোল হার
১।	মোটর সাইকেল	৪০.০০
২।	হাল্কা যানবাহন (কার, জীপ ইত্যাদি)	৫০০.০০
৩।	ছোট বাস (২৯ আসন বা তার কম)	৬৫০.০০
৪।	বড় বাস (৩০ আসন বা তার বেশী)	৯০০.০০
৫।	ছোট ট্রাক (৫ টনের কম)	৮৫০.০০
৬।	মাঝারি ট্রাক (৫ হতে ৮ টন)	১১০০.০০
৭।	বড় ট্রাক (৮ টনের বেশী)	১৪০০.০০

৩.১৭.২ ঢাকা-মুন্সীগঞ্জ সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর মুক্তারপুর (৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী) সেতু

ক্রম.	যানবাহনের বিবরণ	টোল হার
১।	ভ্যান (৩ চাকা বিশিষ্ট)/মটর সাইকেল যাত্রীসহ/খালী	১০.০০
২।	অটোরিক্সা/সিএনজি (৩ চাকা বিশিষ্ট) যাত্রী সহ/খালী	২০.০০
৩।	কার/জীপ/মাইক্রো/টেম্পু/পিক -আপ (৪ চাকা বিশিষ্ট)	৪০.০০
৪।	ছোট বাস (২৯ আসন বা উহার কম)	১০০.০০
৫।	বড় বাস (৩০ আসন বা উহার বেশী)/মাঝারি ট্রাক (৫টন হইতে ৮ টন)	২০০.০০
৬।	ছোট ট্রাক (৫টনের কম)	১৫০.০০
৭।	বড় ট্রাক (৮ টনের বেশী/ট্রেইলার/নির্মাণ যন্ত্রপাতি)	৫০০.০০

৩.১৮ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কর্মরত ১-৯ গ্রেডের কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে কর্মরত ১-৯ গ্রেডের কর্মকর্তার তালিকা পরিশিষ্ট-খ তে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

৩.১৯ সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের স্থির চিত্রঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে মাওয়া পয়েন্টে মূল পদ্মা সেতু নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে কর্ণফুলী টানেল বোরিং কাজের আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন করেন

চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলের বোরিং কাজের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে
বোরিং মেশিন দেখছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং পদ্মা বহুমুখী সেতু
প্রকল্প পরিচালক-এর প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী এবং সেতু বিভাগের সচিব-এর কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মাণাধীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বহুলেন সড়ক টানেলের কাজ পরিদর্শন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রীর পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী এবং পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প পরিচালক-এর প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী এবং মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এর পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী'র ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্প পরিদর্শন

মিসেস ইসরাতুন্নেসা কাদের-এর হাতে বিশেষ পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন সেতু বিভাগের সচিব ও
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক জনাব মোহাম্মাদ বেলায়েত হোসেন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আয়োজিত র‍্যালী

ধানমন্ডিস্থ ৩২নং বাড়িতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে সেতু বিভাগের সচিব ও
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক-এর নেতৃত্বে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বছরব্যাপী বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন সচিব, সেতু বিভাগ ও নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন, সচিব, সেতু বিভাগ-এর নিকট হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণ করছেন জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), সেতু বিভাগ

বাংলাদেশ সেতু কতৃপক্ষ কতৃক আয়োজিত ICT ও ই-ফাইলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে দপ্তর/সংস্থা প্রধান হিসেবে শুদ্ধাচার পুরস্কার লাভ করেন জনাব মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন এর নিকট হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণ করছেন জনাব মোঃ আবুল হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মনিটরিং), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের পুনর্বাসন সাইটে অবস্থিত প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন সচিব, সেতু বিভাগ ও নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প এলাকায় স্থাপিত যাদুঘর পরিদর্শন করেন সচিব, সেতু বিভাগ ও নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ সেতু কতৃপক্ষ কতৃক আয়োজিত বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক ধারা শীর্ষক সেমিনার

বাংলাদেশ সেতু কতৃপক্ষ কতৃক আয়োজিত বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ শীর্ষক প্রশিক্ষণ

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করেন সচিব, সেতু বিভাগ ও
নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

সেতু ভবনের প্রধান ফটকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী ক্ষণগণনার ডিজিটাল ওয়াচ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সেতু ভবনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ কর্ণার

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে ব্যবহৃত বিভিন্ন স্মারক

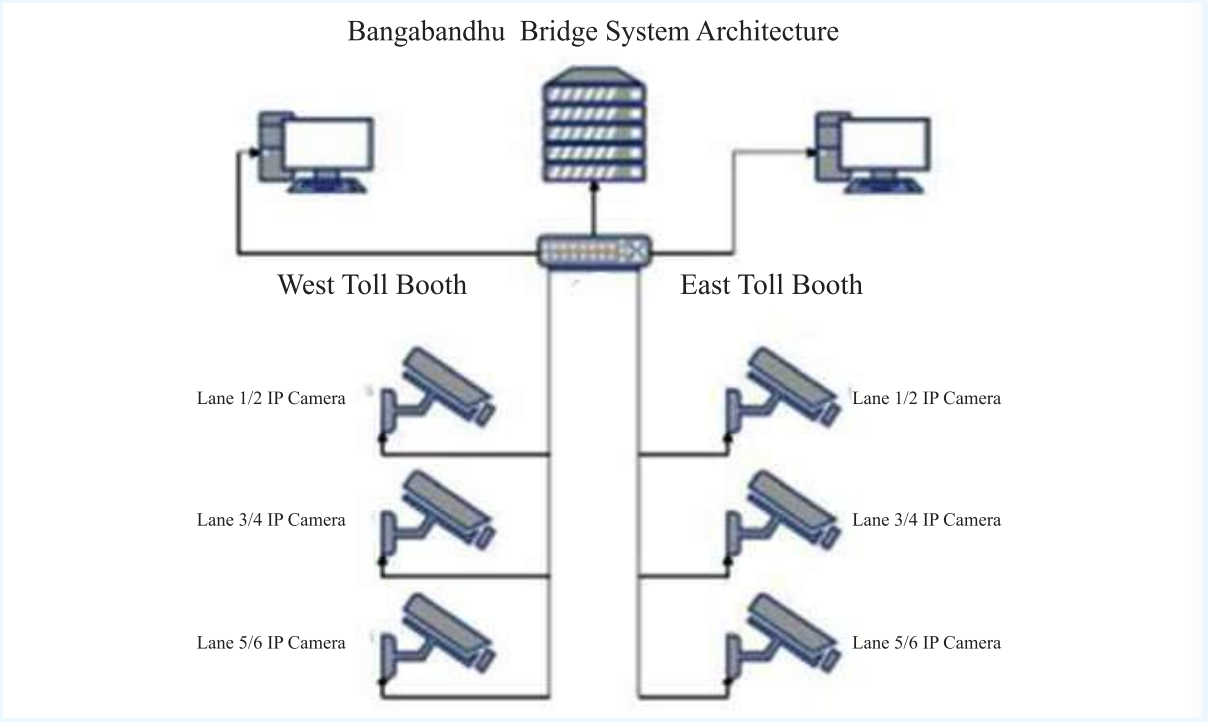

বঙ্গবন্ধু সেতুতে ব্যবহৃত Automatic Vehicle Counter and Traffic Analyzer সিস্টেম

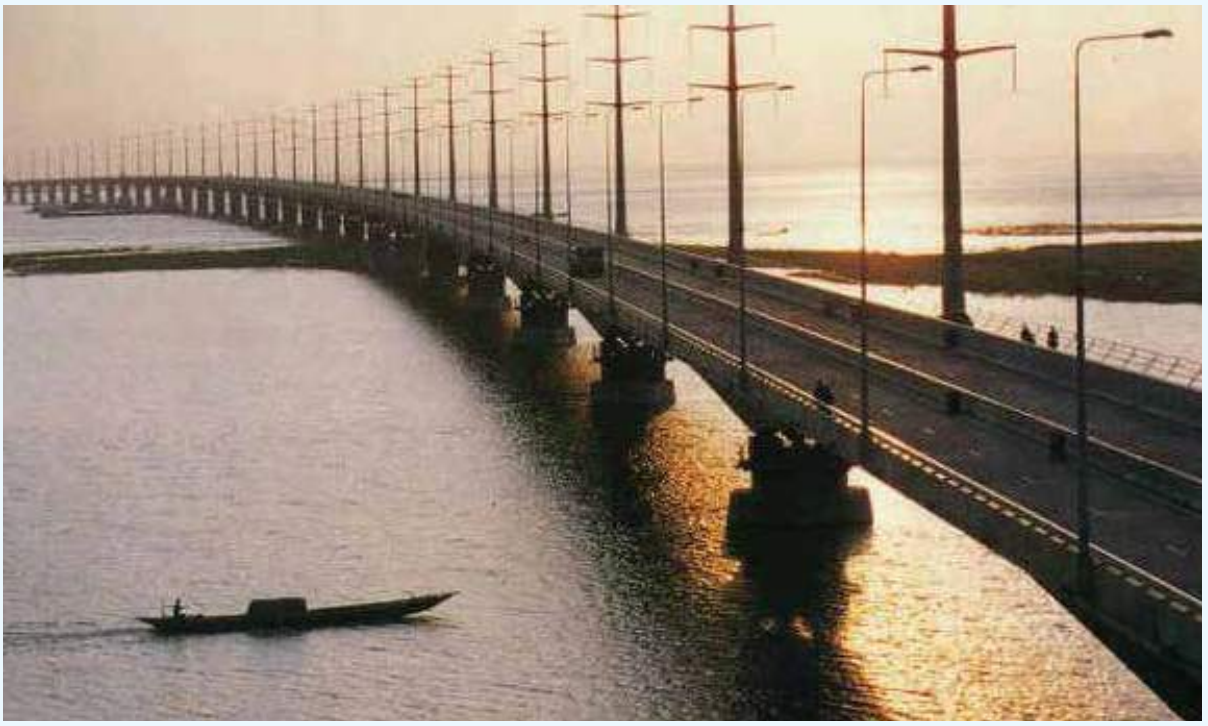

বঙ্গবন্ধু সেতু

ঢাকা-মুন্সীগঞ্জ সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর মুক্তারপুর (৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী) সেতু

পদ্মা বহুমুখী সেতুর পিয়ার-২৫ এবং পিয়ার-২৬ এর ওপর ৩১তম স্প্যান স্থাপন

পদ্মা বহুমুখী সেতুতে স্থাপিত রোডওয়ে স্ল্যাব

পদ্মা বহুমুখী সেতুতে স্থাপিত রোডওয়ে স্ল্যাব

নির্মাণাধীন পদ্মা বহুমুখী সেতুর একাংশ

নির্মাণাধীন পদ্মা বহুমুখী সেতুর একাংশ

Aesthetic view of Tunnel Cross Section

কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মাণাধীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বহুলেন সড়ক টানেলের Schematic View

কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মাণাধীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বহুলেন সড়ক টানেলের চলমান কাজের একাংশ

কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মাণাধীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বহুলেন সড়ক টানেল-এর খনন কাজে ব্যবহৃত টিবিএম মেশিন

কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মাণাধীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বহুলেন সড়ক টানেলের ভিতরের অংশ

গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (এলিভেটেড অংশ)-এর গার্ডার কাস্টিং

গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (এলিভেটেড অংশ)-এর আই গার্ডার স্থাপন কার্যক্রম

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্প স্থাপিত আই গার্ডার ইরেকশন

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পের সেন্ট্রাল কন্ট্রোল বিল্ডিং-এর Schematic View of Tunnel

প্রস্তাবিত ঢাকা ইষ্ট-ওয়েষ্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এলাইনমেন্ট

সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা

৩.২০ উপসংহার

সেতু বিভাগে গৃহীত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম দেশের সুষ্ঠু ও সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্য নিরসন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।